ছিলেন। পুত্তলিকা কহেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য বির্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য সাহসাদি প্রযুক্ত সুখ্যাতি দেব লোক পর্য্যন্ত হইল স্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথনাবসরে প্রায় শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশোবর্নন করেন। এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রীযুত ইন্দ্রদেব দেবতা মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সিংহা সনের পর বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বো ধন করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবী মণ্ডলে শ্রীবিক্রমাদিত্য সর্ব্বপ্রানী হিতৈষী সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রান নিরপেক্ষ্য পরপ্রান রক্ষক সুবিচার্য্যকারী দয়াদ্রিতচিত্ত শ্রীবিক্রমা দিত্যের তুল্য কেহ নাহি। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে দুই দেবতার অসম্ভাবনা বুদ্ধি হইল ঐ দুই দেবতা ইন্দ্রকৃত বিক্রমাদিত্য প্রশংসা প্রামান্যাপ্রামান্য নিশ্চয় কারণ অবন্তীনগরে আইলেন। শ্রীবিক্র

যাদিত্য আস্কন্দিত ধৌরিতক রেচিত বল্গিত প্লুত এই পঞ্চ প্রকার গমন নিপুন ঘোটকোত্তমে আরোহন করিয়া একাকী নগর প্রান্তোপবনে ভ্রমন করিতেছেন। ইতি মধ্যে ঐ দুই দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ন গোরূপ ধারন করিলেন অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র রূপ ধারন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ন গো স্বমৃত্যু ভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন করিলেন গো আসিয়া পুষ্করনীতে পড়িয়া পঙ্কমগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য ভ্রমন করিতেং তথাতে উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গো অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া উচ্চস্বরে মুহুর্মুহু হম্বারব করিতে লাগিলেন। রাজা এতাদৃশাবস্থাদুস্থ গোকে দেখিয়া ঝটিতি অশ্ব হইতে অবরোহন করিয়া

দক্ষিন হস্তে খড়্গ ধারন করিয়া বামহস্তে গৌকে ধরিয়া সরোবর মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদি গৌকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া আমি যাই তবে এ গৌ জীর্ণা পলায়ন করিতে পারিবে না অনায়াসে ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইবে যদি গৌকে ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিতে যাই তবে রাত্রি আগত প্রায় এ গৌ পঙ্ক পতনে গতি শক্তি হীনা হইয়াছেন যদি অন্য কোন হিংস্রক জন্তু আসিয়া নষ্ট করে। এই রূপ সন্দেহে রাজা গৌকে ধরিয়া খড়্গ হস্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি হিম বাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাণ্ডাইয়া থাকিলেন। প্রভাত সময়ে ঐ দুই দেবতা মায়া কৃত গোরূপ ব্যাঘ্র রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারন করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহা রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমার

দয়ালুতা প্রযুক্ত পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্যন্ত ইহা জানিবার কারন আমরা দুই দেবতা মায়াতে এ রূপ ব্যবহার করিলাম বুঝিলাম যেমন দেবতারা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্র মণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরন সৃষ্টি করিয়াছেন তোমার আমরা কি প্রশংসা করিব। আমারদের রাজা ইন্দ্রদেব সভামধ্যে প্রায় সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু অত দিনে তাহার প্রামান্য নিশ্চয় হইল অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন আপনকারদের প্রসাদে আমার প্রার্থনীয় কিছু নাহি সর্ব্ব সম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাকৃত লাঘবতা কেন স্বীকার করিব। দেবতারা কহি লেন আমারদের দর্শন নিরর্থক হয় না অতএব

প্রার্থনা ব্যতীরেক তোমাকে এই এক কামধেনু দিলাম যখন যাহা তোমার অভিলষিত হইবে তাহা এই কামধেনুকে প্রার্থনা করিলে হইবে। এইরূপে দেবতারা রাজাকে কামধেনু দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। রাজা ঐ কামধেনু লইয়া আসিতেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র রাজার নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা ঐ কামধেনু দরিদ্রকে দিয়া স্বরাজধানী আইলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ফিরিয়া আইলেন।—

ইতি পঞ্চবিংশতি কথা।—

ষড়বিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অপর মুহূর্ত্তে সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজ রাজকে দেখিয়া ষড়বিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বসিতেন তাঁহার গুনাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য পৃথিবী মণ্ডলাবলোকনার্থ ইতস্ততো ভ্রমন করিতেং অপূর্ব্ব রমনীয় এক দেবতা যতনে গিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়া রাজার নিকটে বসিয়া বিবিধ প্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরনে পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত্ত হইবে নতুবা এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কেন সৎপুরুষের এমন স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাড়ম্বর

করে এ ব্যক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে
অতএব অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে। ইহার
এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থে কাংস্য যাদৃশ
শব্দ করে তাদৃশ শব্দ সুবর্ণ করে না অতএব
এই নিশ্চয় যে অনেক কথা কহে সে সার
হীন বটে। রাজা এই রূপ পরামর্শ করিয়া ঐ
পুরুষের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আলাপ করিলেন
না। সে ব্যক্তি কিঞ্চিত কাল বসিয়া আপন
স্থানে গেল। পুনর্ব্বার পরদিবস এক কৌপীন
ধারণ করিয়া শুষ্ক বদন হইয়া শ্রীবিক্রমাদি
ত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা
তারে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম
বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলা অদ্য
জীর্ণ মলিন কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া
আসিয়াছ। পুরুষ কহেন হে মহারাজ শুন
আমি দ্যুতকার অদ্যদ্যূত ক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব
হারিয়া কৌপীন মাত্রাবশেষ হইয়াছি। রাজা

শুনিয়া মন্দং হাস্য করিয়া কহিলেন বটে হবে দ্যূতকারদের এই রূপ গতি যে ব্যক্তি দ্যূত ক্রীড়াতে দীন ইচ্ছা করে এবং যে লোক পর সেবক হইয়া মর্য্যাদা ইচ্ছা করে এবং যে জন ভিক্ষা বৃত্তিতে ভোগ ইচ্ছা করে এ সকল লোক দৈব বিড়ম্বিত নির্বুদ্ধি। শিরোমনি রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ দ্যূতকার দ্যূত নিন্দা সহিতে না পারিয়া কহিলেন বটে বলিছ ভাল কিন্তু বুঝি দ্যূতক্রীড়া সুখ তুমি কখন অনুভব কর নাহি অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরুষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সম্ভোগ নিন্দা বাক্য প্রায়। দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া রাজা কহিলেন হে দ্যূতকার তুমি নিতান্ত ঈশ্বর বিড়ম্বিত যে হেতু আমার উপকার মাত্রার্থ সুহৃজ্জন ন্যায় হিত বাক্যে তোমার নিতান্ত অহিত বুদ্ধি হইল কিন্তু এ বড় দুঃখ মনুষ্য দেহ

ধারনে সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা সচ্চেষ্টা সৎকর্ম্ম না করিয়া মিথ্যা সুখার্থে অনর্থ হেতু দ্যুতক্রিয়া করনে পুরুষ বৃথায়ু ক্ষেপন করে। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যুত কার কহিলেন হে মহারাজ যদি তোমার আমার ওপকার করনে তাৎপর্য্য থাকে তবে আমার এক কার্য্য করিবা প্রতিশ্রুত হও। রাজা কহিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দ্যুতক্রীড়া ত্যাগ কর তবে তোমার যে কার্য্য আমা হইতে হয় তাহা অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হই লাম। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যুতকার কহি লেন হে বিক্রমাদিত্য সিদ্ধ পুরুষ শুন সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের ওপরে এক দেবতার মন্দির আছে সে দেবতার নাম মনঃসিদ্ধি ঐ মন্দি রের চুড়ার ওপরে আকাশ গঙ্গা জল পুরিত সুবর্ণ কুম্ভ আছে ঐ সুবর্ণ কুম্ভ হইতে জল আনিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া

স্বশিরোবলি যে দেয় তাহার প্রতি ঐ দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলাষিত সিদ্ধি বর দেন কিন্তু এ কর্ম্ম করা বড় দুষ্কর তুমি যদি এ কার্য্য করিতে পার তবে দেবতা হইতে যে বর পাইবা সে বর আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবা তুমি এ কার্য্য করিলে আমি দ্যূত ক্রীড়া ত্যাগ করিব। রাজা দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষনে যোগপাদুকারোহন করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে গিয়া দেব মন্দিরোপরি স্থিত স্বর্ন কলসস্থ জলাহরন করিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া খড়্গ হস্ত হইয়া স্বশিরোবলিদানার্থোদ্যত হবা মাত্রে দেবতা প্রসন্ন হইয়া যথা অভিলষিত সিদ্ধি বর রাজাকে দিলেন। রাজা সেই বর দ্যূতকারার্থ গ্রহন করিয়া দ্যূতকারের নিকটে আসিয়া দ্যূতকারকে দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করাইয়া দেব প্রসাদলব্ধ বর দিয়া স্বরাজধানীতে আইলেন।

ষড়বিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এরূপ বুঝ তবে এই সিংহাসনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল হবে না। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ সে দিবস বিমর্ষ হইয়া গেলেন।—

ইতি ষড়বিংশতি কথা।—

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজাকে সিংহাসনারোহন হইতে নিবারন করিয়া কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছিল তাঁহার গুনাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য দেশ ভ্রমন করিতেছেন পথিমধ্যে পথিকে কএক লোক

শ্রীবিক্রমাদিত্যাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহা
রাজ পূর্ব্ব দেশেতে বেত্তালপুর নামে এক
পুরী আছে সেই পুরীতে শোনিতপ্রিয়া নামে
এক দেবী আছেন সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ
নরবলি হয় আমরা পথদ্ঘটিত সেই দেশে
গিয়াছিলাম বল্যার্থ আমারদিগে তদ্দেশীয়
রাজ লোকেরা বলাৎকারে ধরিয়াছিল
আমরা আপুর্ব্বলে কোন প্রকারে পলাইয়া
প্রান পাইয়াছি। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট
হইয়া তদ্দেবী বিলোকিনার্থে বেত্তালপুরে
গিয়া তদ্দেশীয় রাজলোকেরদিগে দেখিয়া
ধর্ম্মোপদেশ করিলেন হে লোকেরা তোমার
দের এ কোন ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহাপ্রানী
মনুষ্য বলি দেবীকে দেও সংসারে এ বলি
দান জন্য সুখ কতোদিন ভোগ করিবা এ
মহাপ্রানী হিংসা জন্য পাপেতে অনেক কল্প

পর্য্যন্ত যে নরক ভোগ করিবা এ জ্ঞান তোমারদের নাহি আর তোমারদের সে দেবতা বা কেমন যে মনুষ্য হিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগে বর দান করেন সে দেবতারদের দেবত্বকে ধিক যে নরবলি গ্রহন করে। এই রূপে তদ্দেশীয় লোকদিগে পবিত্র ভৎর্সন করিয়া তদ্দেবীর মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে কথক লোক এক পুরুষ কে স্নান করাইয়া রক্তবস্ত্র রক্তচন্দন রক্তপুষ্প মালাতে ভূষিত করিয়া বলিদান নিমিত্ত আনিতেছে। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেরদিগকে দেখিয়া কহিলেন অরে দুষ্ট পাপাত্মারা এ পুরুষকে এইক্ষনে ত্যাগ কর এ মৃত্যু ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি তোরদের নর বলি হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় তবে আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে আপনি বলিদিতেছি কিন্তু আমার সাক্ষাতে মরন ভয় কাতর

নরকে কদাচ বলিদিতে পারিবি না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া তল্লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হে মহাসাত্ত্বিক পরম ধার্ম্মিক তুমি কে আমারা এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃসম্বন্ধ লোকের প্রাণ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণবত্ত্যাগ করিতে উদ্যত হয় গৃহদাহ কালে নানা দুঃখোপার্জ্জিত বিবিধ প্রকার ধন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী পণ্ডিত ধার্ম্মিকৈক পুত্রপ্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে তদগৃহ হইতে পলায়ন করে তুমি অজ্ঞাত কুলশীল দেশোদাসীন পুরুষরক্ষার্থে অতি প্রিয়তম প্রাণত্যাগে উদ্যুক্ত হইলা অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুর্ল্লভ। রাজাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীত পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৃত নিত্যক্রিয়া হইয়া খড়্গ লইয়া আত্মবলিদানে

শুদ্যত হবামাত্রে তদ্দেবী প্রসন্না হইয়া রাজা কে কহিলেন হে মহারাজ তুষ্টাস্মি বরংবৃনু। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি সুষ্টা হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও এই লোকেরা যদ ভিলাষে বলিদিতে আসিয়াছিল তাহারদের তদভিলাষ সিদ্ধি হওক আর অদ্য প্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহন করিবা না এই দুই বর আমাকে দেও। দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নরবলি কখন হইল না শ্রীবিক্র মাদিত্য স্বস্থানে আইলেন। শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশিতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া সেই দিবস ওবিরত হইলেন।—

ইতি সপ্তবিংশিতিকথা।—

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অষ্টাবিংশিতি পুত্তলিকা শ্রীভাজরাজকে সিংহাসনারোহণ নিবারণার্থ শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করেন হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস সামুদ্রক শাস্ত্র তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথি শ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থে নগর প্রান্তে বৃক্ষ মূলে বসিয়াছেন ঐপণ্ডিত সকল স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ চিহ্ন দ্বারায় সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান বলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐপণ্ডিত তথাতে ধূলির ওপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদ চিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে

কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগার প্রান্তে গমন করিবে এই সন্দেহ ব্যাকুল চিত্তহইয়া বসিয়াছেন। ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্ব দৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাহি কিন্তু একি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে পদ্মচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র। এই ভাব নাতে বিসন্ন বদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়া আছেন ইতি মধ্যে শ্রী বিক্রমাদিত্য তথা উপ স্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিসন্ন বদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এথাবা কেন বসিয়া আছ বিসন্ন বদনবা কেন। পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রক শাস্ত্র ব্যব সায়ি পণ্ডিত পথ শ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু

পদ্মাঙ্কিত দক্ষিন চরন এক পুরুষেকে অত্যান্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থে বিরুদ্ধাদ প্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে আসিয়া পণ্ডিতগন লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূত দ্বারায় ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিত চরন যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে। পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে। রাজা কহিলেন তাঁর কি নাম। পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এই রূপ। রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূত দ্বারায় অন্বেষন করাইয়া ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাতে আনাইলে পণ্ডিত যে রূপ কহিয়াছিলেন সেই রূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া

রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্য বিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থবিবারণ হইতে পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণ রূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎ প্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি রাজার এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থানুসন্ধান। করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র তালমূলাদিতে কাকপদ চিহ্নাদি থাকিলে নানা প্রকার রাজ লক্ষণকে নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালমূলেতে কোন ওপায়ে কাক পদ চিহ্ন প্রত্যক্ষত দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝি লাম তুমি সামুদ্রক শাস্ত্রার্থ তত্ত্ব বেত্তা বট

কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষন আছে। পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃপুন করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাই না। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীরে ব্যক্ত সুলক্ষন না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষন থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যান্তরে কর্ব্বুরযন্তু জাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষন ও সুলক্ষনাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষনের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যান্তরে কর্ব্বুরজাল নামে চিহ্ন থাকি বে। রাজা এই কথা শুবন করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারন ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব

বিদারণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত ঃ তাঁর কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করিবা উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্য দ্বারাই প্রত্যক্ষ হন যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসার কপ কার্য্যদ্বারায় সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমান সিদ্ধি হইয়াছেন। তোমার ও যাবৎ সুলক্ষনের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্কুরজাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীর বিদারন করিয়া তৎপ্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন। পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থ সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারন না করিয়া পণ্ডিতকে নানা বিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহস শালি যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে

বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইত্যষ্টাবিংশতি কথা।—

ঊনত্রিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোরাজকে দেখিয়া ঊন ত্রিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন তাহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি শুন এক দিবস এক বৈতানিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূরদেশ হইতে রাজ সাক্ষাৎকার কারন আসিয়াছি

রাজার সাক্ষাতে নিবেদন কর। দ্বারি বৈতানি
কের এই বাক্য শ্রবন করিয়া রাজ নিবেদকের
সাক্ষাতে নিবেদন করিলেন। রাজ নিবেদক
রাজার সাক্ষাতে নিবেদন করিয়া অনুমত্যা
নুসারে বৈতানিককে রাজসাক্ষাতকে আনি
তে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন। বৈতানিক শত
শত স্বর্নযাষ্টিক কর্তৃক সাবধানী কৃত হইয়া
রাজ সভাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজ
সভা বিন্যাস পরিপাটীবৃত শোভাবলোকন
করিতে লাগিলেন বিবেচনা বিচক্ষন শত
শত ধীসচিব ও কর্ম্ম সচিব নানাবিদ্যা বি
খ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিত বর্গবেষ্টিত শ্বেত
চামর বীজিত বিবিধ রত্নখচিত স্বর্ন রাজদণ্ড
শ্বেতচ্ছত্রোপ সেবিত এতৎ সিংহাসনো
পরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীবীরবিক্রমা
দিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে
বৈতানিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজধি

রাজ আপনি যদি মন্ত্রী প্রভৃতিরদের সঙ্গে সাব ধান পূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই। বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবন করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক রাজ আজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতি স্ত্রীর কর গ্রহন করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাতে হটাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসা রের মধ্যে কেহো বলেন বিদ্যা সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতি স্ত্রী ও সম্পত্তি বাহুল্য এই দুই সার অতএব হে মহা রাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারন আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী

প্রাণাধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাবা উপযুক্ত নয়। অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয়না অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক সুজনের প্রায় পরজন রক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্ত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধ স্থানে প্রস্থান করিব এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপুনি নানা প্রকারে পরের উপকার করিতেছেন আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষন করিয়া আমার উপকার করুন। ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজ সাক্ষাত হইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাত কারে সভাস্থান হইতে আকাশ পথে গমন করিলেন ঐ পুরুষের অদৃষ্ট হবা পর্য্যন্ত মহারাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া

ঊর্দ্ধদৃষ্ট হইয়া থাকিলেন। ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিত কালানন্তর যোদ্ধার দের সিংহনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইলেন। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজা ও সভাস্থ যাব লোক বিস্ময়াপন্নচিত্ত পুত্তলিকা প্রায় হইয়া আছেন ইতি মধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন হস্তদ্বয় রাজসভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামীর ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন করি লেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহি লীনাহন আর যেমন মেঘের তড়িত মেঘের সহিত লুপ্তাহন তদ্বৎ প্রায় পুরুষের ভার্য্যা পুরুষের সহিত অনুগমন করা পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামীর সহগামিনী হইব চিতাদি সংযোগ

করিয়া দিতে আজ্ঞা হওক। এই বাক্য শ্রবন করিয়া অত্যন্ত করুনাদ্রিত চিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীব লোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বাকি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারন দেহ ত্যাগ করা কোন ধর্ম্ম অতএব তোমার সংপ্রতি এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয় বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ থাকে যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামী ভাবে গুপগত হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার অতএব আপনকার

করিতে পারিলেও পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা হয় কিন্তু এই মনুষ্য শরীরে কামাদি স্বাভাবিক কাম প্রবল শত্রু বিবেকাদি সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্ন সাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্র সিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিকৃৎ সুসাধ্য। বৈধব্য ধর্ম্ম স্খলন সহজ যেমন স্বামুপার্জ্জিত ধন পুত্রা দিতে ভার্য্যার ধন পুত্রাদি মত্তা তদ্বৎ স্বামী মরণেতে ভার্য্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহ কালে অগ্নি সাক্ষাতকারে বেদমন্ত্রো চ্চারন পূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামী শরীরাভেদ। প্রতিজ্ঞা করনে বিবাহ সিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তিরূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি ব্যতিরেকেও থাকেন শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না ইহার দৃষ্টান্ত এই মুনিমন্ত্র মহৌষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয়দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি

ব্যতিরেকে কখন থাকেন না এবং মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে যে যদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত তাহার প্রীতির আত্যন্তিকতা অতএব মহারাজ লোকত শাস্ত্রত ন্যায়ত অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারন করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারন বৃথা হয়। যেমন নিচাভিমুখ প্রবল জলপ্রবাহ বারনার্থ ব্যাপার নিস্ফল হয়। মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরনার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি সকল বাক্য কহিলে যে এ সকল প্রমান বটে আমি যে অপ্রামানিক বাক্য সকল কহিয়া ছিলাম সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারন। মহারাজ পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করনার্থে আজ্ঞা দিলেন সেই স্ত্রী নিদাঘ কালে গ্রীষ্মোত্তপ্তজন যেমন সুশীতল জল

মধ্যে প্রবেশ করে তদ্বৎপ্রায় স্বামীর উদ্দেশে দোদুয়মান চিতাগ্নি কুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ঐ স্ত্রীর সভাস্থ যাবল্লোক সহিত মহারাজ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধির দ্বারা পরিপ্লুতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভ্য লোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ মহারাজকে কহিলেন হে মহারাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠা হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হওক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিরদের

মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রি
বর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরু
ষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ
স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎ কালের পর
তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমা
সভাদের সাক্ষাতে এই স্থানে পড়িল। তোমার
স্ত্রী সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া নানা প্রকার
বিলাপ করিয়া মহারাজার বারন না শুনিয়া
সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখ
গিয়া। ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া
কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বন করিয়া দীর্ঘতর
নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিলেন
হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপন
কার পরম ধার্ম্মিকতাদিগুন প্রশংসা যত
করেন সে সকল কি আমার অদৃষ্ট
দোষে মিথ্যা হইল তবে যদি মহারাজ
আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা

জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক করিতে কর্ত্তব্য নহে আমি অনেকক্ষন অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এ কৌতুক নয় প্রমান বটে ঃ পুরুষ কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিলাম সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিওন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিওন। রাজা এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতা ব্যাঘাত ভয়ে আপনি তৎক্ষনে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পট্ট মহিষীর কর গ্রহন করিয়া সভা স্থানে ওপস্থিত হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই। ইত্যবসরে সেই বৈতানিক রাজ সাক্ষাতে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে মায়াবিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ

উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হওন রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রানীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতো মধ্যে পাণ্ড্যদেশ রাজা প্রেরিত নানা বিধ বর্ণ সঞ্চয় শত শত হস্তী ঘোটকাদি উপঢৌকন সামগ্রী রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ঊনত্রিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে রাজা এতাদৃশ বীর্য্য ভীরু সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন।—

ইতি ঊনত্রিংশতি কথা।—

ত্রিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অন্য এক দিবস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতৎ সিংহাসনোপবেষ্টা শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য গুণাখ্যান শুন অবন্তী পুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাঁহার অতধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমাণ আপুনি জানেন না। ঐ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে এক প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া পুষ্যার্কযোগে প্রাসাদারম্ভ করিলেন। অনন্তর যে দিবস পুষ্যার্কযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ প্রাসাদের নির্ম্মাণ করান অন্য দিবস প্রাসাদ গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে এই রূপে অনেক কালে প্রাসাদ প্রস্তুত হইল তদনন্তর শুভক্ষণ করিয়া সাধুপুত্র

সোমদত্ত প্রাসাদ প্রবেশ করিলেন। রাত্রি
যোগে ঐ প্রাসাদে পর্য্যঙ্কোপরি সাধুপুত্র
শয়ন করিয়া আছেন এতন্মধ্যে ঐ প্রাসাদ
হইতে অকস্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ উচ্চস্বরে
হইল। সোমদত্ত ঐ শব্দ শুনিয়া ভয়বিস্ময়া
পন্নচিত্ত হইয়া কোনহ রূপে তদ্রজনী যাপন
করিলেন। পর দিবস সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীবিক্র
মাদিত্যের সাক্ষাতে আরম্ভাবধি তাবৎ
প্রাসাদ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা
সমস্ত বিবরন শুনিয়া প্রাসাদ করনে যত ধন
ব্যয় হইয়াছিল তদ্দ্বিগুন ধন সোমদত্তকে
দিয়া প্রাসাদ ক্রয়ন করিয়া রজনী যোগে
প্রাসাদ মধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতি মধ্যে
প্রাসাদ হইতে পড়ি পড়ি শব্দ হইতে লাগিল।
রাজা তচ্ছব্দ শ্রবন করিয়া অতি শীঘ্র পড় এই
বাক্য কহিলেন তদনন্ত ঐ প্রাসাদমধ্যে
সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত স্বর্ন বৃষ্টি হইল রাজার

শয়ন প্রদেশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা যত স্বর্ন বৃষ্টি হইয়াছিল সে স্বর্ন সকল প্রাসাদ সহিত সোমদত্তকে দিয়া আপন সভাস্থানে আইলেন। ত্রিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ যদি তুমি এতাদৃশ সাহসৌদার্য্য শালী হও তবে এ সিংহাসনে বস নতুবা বসিলে অমঙ্গল হইবে। এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ পরাবৃত্ত হইলেন।

ইতি ত্রিংশতি কথা।—

একত্রিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ যে বিক্রম নৃপের এ

সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবন কর। এক দিবস পুর্ন্ন সত্বগ্রাম হইতে বানিজ করিবার কারন এক বনিক পুত্র অবন্তী নগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিত অবন্তী নগরে এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যারদ্বিক্রেয় বস্তু পন্যবীথিকাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবদ্দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নাম ভয়ে তারদ্দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া মহারাজা বিক্রমাদিত্য আপনি লন। পুত্রের মুখ হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবন করিয়া ঐ ধূর্ত্ত বনিক দারিদ্র্য নামে এক লোহময় প্রতিমা নির্ম্মান করিয়া বিক্রয় কারন অবন্তীনগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন। গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত্ত বনিকের নিকট আসিয়া

জিজ্ঞাসেন এ কি দ্রব্য ইহাঁর মূল্য বা কি। গ্রাহকেরদের এই বাক্য শুনিয়া বনিক কহিলেন এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র ইহার দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য এ পুত্তলিকাকে যেক্ষনে যে ব্যক্তি গ্রহন করিবে তৎক্ষনে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করিবেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুকে ইনি উপগত হউন এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙ্মুখ হইলেন। এই রূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল রাজকীয় দূতেরা রাজ সাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা স্ববাক্য প্রতিপালন কারন দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লোহময়ী দারিদ্র প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন। অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মী

কে নিবেদন করিলেন হে মাত রাজলক্ষ্মী আমার অপরাধ কি নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এই প্রযুক্ত যাইতেছ তবে যাও আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন তদনন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্ত্বিকগুণ সকল এই রূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্য হইতে চলিত হইলেন না। তৎপর সাক্ষাৎ সত্যগুণ মূর্ত্তিমান হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা তাহাকে বিদায় না করিয়া বিবিধ প্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন কহিলেন আমি তোমার নিমিত্ত

রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্যগুণ কহিলেন আমি বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব হে মহারাজ তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না করিবা তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র পুরুষ গ্রহন করিয়াছ সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশির ছেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব। রাজা এই বাক্য শুনিয়া সত্য প্রতিজ্ঞতা ব্রত ভঙ্গভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খড়্গহস্ত হইয়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হবা মাত্রে সত্যগুন রাজার কর ধারন করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত এই জানিবার কারন আমি এই বাক্য কহিয়াছিলাম বুঝিলাম তুমি পরম ধার্ম্মিক

বট ধার্ম্মিক পুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের স্থান অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না তোমাতে থাকিলাম। তদনন্তর কিয়দ্দিবসের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন। একত্রিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্য সন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র। শ্রীভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন।—

ইত্যেকত্রিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

দ্বাত্রিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজরাজাকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতদ্দ্বাদশ

গুপবেষ্টা শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিত গুনো পাখ্যান শ্রবণ কর। এক সময়ে অবগ্রহ প্রযুক্ত প্রায় যাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মি বাতে সকল দেশের প্রজা লোকেরা শস্য মহার্ঘ্য প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ ব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রান রক্ষা করি। এই রূপ পরামর্শ করিয়া অন্যং রাজ দেশ হইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আই লেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দূত প্রমুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্রে আজ্ঞা দিলেন বিদেশাগত অন্নার্থিরা যে স্থানে যে ভক্ষ দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষন করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরন না করিবে যাহারা যত টাকার দ্রব্য এতদর্থে ব্যয় হইবে সে তত টাকা আমার ভাণ্ডার হইতে পাইবে।

এই রূপ ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে ব্যবহার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকেরা আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার সাক্ষাতে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক কৃষিকর্ম্ম কখন করি নাহি ক্রীত শস্য মাত্রোপজীবী সম্প্রতি এক মুদ্রালভ্য শস্য শতমুদ্রাতেও পাই না এতন্নিমিত্তক সপরিবারে আমারদের প্রাণ রক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য বিশিষ্ট লোকেরদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। মনো বিচার করিলেন যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষিতদিগকে বারণ করি তবে বাক্য মিথ্যা হয় যদি গ্রাহকদিগে ক্রয়নার্থ নিবারণ করি তবে সর্ব্বোপকারিতা ব্রতভঙ্গ হয়। এই রূপ চিন্তান্বিত চিত্ত হইয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করিলেন পরমেশ্বরী সাক্ষাত হইয়া আজ্ঞা

করিলেন হে মহারাজ বর প্রার্থনা কর রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধবাক্য প্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। হে দেবি যদ্যপি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এই বর দেও আমার দেশের সকলের গৃহের অক্ষয় ভক্ষণীয় দ্রব্য হউক। দেবী তথাস্তু বলিয়া রাজার পরোপকারকতা ধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে এক চিন্তামনি নামে এক রত্ন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রজাবর্গেরদের স্বাস্থ্যে সুস্থান্তঃকরন হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত মহা মন্ত্রী প্রভৃতিরদের সহিত বিচার করিয়া তীর্থ যাত্রার কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া বসিয়াছেন। ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপট সন্ন্যাসী দেহাত্ম

বাদী প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণবাদী রাজ সভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল। হে মহারাজ এ সকল সামগ্রী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি তীর্থ যাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলে বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্যে ফলাকাঙ্ক্ষীর স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধি রহিতের চিত্ত শুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্ব জ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিলেন প্রতারক কল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞানীরা নষ্ট হউক। কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞানীরদের যে কথা তাহা শুন

যে অজ্ঞানী পুরুষেরা স্বর্গার্থে কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষত দেখে সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিধ্বস্ত কারন কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধসূত্র পটের জনক না হন অতএব স্বর্গ মিথ্যা এবং এই যুক্তিতে নরকো মিথ্যা আর বর্ত্তমান দেহ পাতোত্তর ভাবি দেহান্তর সম্বন্ধ আত্মার হয় এ কথা নিতান্ত অন্ধ পরম্পরাসিদ্ধ কথার ন্যায় অতএব আত্মার শরীরান্তর প্রাপ্ত মিথ্যা এ প্রযুক্ত স্বর্গ ও নরক মত্য এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এ যে কথা গগন কুসুম প্রায় মহার ন্যায় বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃস্থিত্যুৎপত্তি প্রলয়শালী সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনা মাত্র অতএব প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমানে যে

প্রামাণ্য বুদ্ধি সে অপ্রামানিক কিন্তু অন্ধ গোলাঙ্গুলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারন অশদুপদেশ মাত্র। শ্রীবিক্রমাদিত্য চার্ব্বাকের এই রূপ নানা প্রকার বেদবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিত কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন অরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য কহ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমান নাহি এই স্থূল মতাবলম্বনে অনুমানাদি প্রমান যদ্যপি না মান প্রত্যক্ষ মাত্র প্রামানি মান তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত বধির হন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্য গ্রহ কি রূপে হয় যদি নাহি হয় তবে তাহার কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লোকে দেখিতেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপ দেশও করিতেছে এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে আর যদি কখন তুমি স্বশিরচ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ তবে

তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি
মৃত ব্যবহার কর কিম্বা জীবদ্ব্যব
হার কর যদি মৃত্যুব্যবহার কর তবে
তুমি বিলক্ষন বিচক্ষন বট যদি জীবদ্ব্যব
হার কর তবে প্রত্যক্ষ প্রমানের বাধ হইল
অতএব তোমাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সর্ব্ব শাস্ত্র
সিদ্ধ অনুমান প্রমান অবশ্য মানিতে হইবে
আর সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা
করি তুমি কি আকাশ পতিতাগত কিম্বা
যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত যদি বল আকাশ
পতিত তবে তুমি উন্মত্ত যদি বল যৎকিঞ্চিৎ
বংশজাত তবে তোমার তদ্বংশজাতত্বে
প্রমান কি ইহাতে বলিবে আমার পূর্ব্ব
পুরুষেরা অমুক বংশেজাত ইহা আমি
প্রামানিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি
অতএব অনিচ্ছাতেও তোমাকে প্রামানিক
বাক্য রূপ শব্দ প্রমান মানিতে হইল। এই

রূপ যদি অনুমান শব্দ প্রমান মানিলে
তবে যাবৎ অনুমান সিদ্ধ এবং শব্দ
প্রমান সিদ্ধ যাবদ্বস্তু অবশ্য মানিবা কিন্তু
অন্ধজরতীয় ন্যায় বৎ বাক্য ওপযুক্ত নয়
সে সকল কথা যা হওক প্রতিনিয়ত দেশ
কাল কারন জন্যে শুভাশুভকর্ম্মফল সুখ
দুঃখাত্মক শিল্পবর স্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক
যে সংসার ইহার কারন পরমেশ্বরকে
অবশ্য মানিতে হইবে আত্মচিত্তে বিবেচনা
করিয়া বুঝ ন্যুনাধিক্য ভাবে বর্ত্তমান যেং
বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থান অবশ্য
কেহ আছে যেমন সরবোর হ্রদ নদী নদা
দিতে ন্যুনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন
যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ প্রায়
ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি
ন্যুনাতিরেক ভাবে প্রানি বর্গে আছেন
অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তমগুনের সীমাস্থান

কাহাকে ও অবশ্য বলিতে হইবে ইহাতে
যাহাকে বলিবে তিনি এক পরমেশ্বর তাহার
স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তু
কার্য্য রূপে এবং কারন রূপে অভিব্যক্ত
সকলের অন্তঃকরন ব্যাপার সাক্ষী পাদহীন
অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পানিহীন সর্ব্বগ্রাহী
নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা
তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ
জানে না সর্ব্বত্রস্থিত কিন্তু সকলেরি দুর্ল্লভ
তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের
আধার সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ তাহার শক্তি
দুর্ঘটঘটন পটুতরা অতএব তাহাকেই মহা
মায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল
জগতের মূল কারন স্বরূপা অতএব তাহাকে
মূল প্রকৃতি ও বলেন ঈশ্বর তত্বজ্ঞেরা ঈশ্বর
শক্তি কার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানে
অতএব ঈশ্বর শক্তিকে মহা নিদ্রা করিয়া

বলেন এতাদৃশ শক্তি সহকারে নির্গুন
নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ পরমেশ্বর
সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুনক হন এবম্বিধ পরমেশ্বর
বিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত
জ্ঞান মোক্ষের কারন হন। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই
রূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন হে চার্ব্বাক
সকল শাস্ত্রের হৃদয়ার্থ তোমাকে বলি শুন
যেমন মাতা সন্তানের রোগ নিবৃত্তি নিমিত্তক
কটুতিক্ত কষায়ৌষধি পান করাবার সময়ে
শান্তনা নিমিত্তক কহেন হে পুত্র ঔষধি পান
করিলে তোমাকে মিষ্টমোদকাদি দিব
এই রূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান করান
তদ্বৎ প্রায় মাতৃ রূপা শ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ
মোহ মদ মাৎসর্য্য রূপ রোগ নিবৃত্তি কারন
স্বর্গাদি রূপ ফল দর্শাইয়া ব্যায়ায়াস সাধ্য
কর্ম্ম কাণ্ডে প্রবর্ত্তান যেমন রোগ নিবৃত্তির
ফল সুস্থতা তেমন কামাদি নিবৃত্তির ফল

ঈশ্বর নিষ্ঠতা অতএব সকল কর্ম্ম কাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বর নিষ্ঠা যাহার ঈশ্বর নিষ্ঠা হইল তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি যাহার ঈশ্বর নিষ্ঠা নাহি তাহার কর্ম্ম মিথ্যা ফলক অতএব তুমি ঈশ্বর নিষ্ঠা না করিয়া পল্লব গ্রাহী পাণ্ডিত্যে বৃথা কাল ক্ষেপণ কেন কর। রাজার এই সকল বাক্য শ্রবন মহৌষধি পানে চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা পিশাচী পলায়ন করিলেন চার্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল বাক্য মানিলেন ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে নানা প্রকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। দ্বাত্রিংশতি পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্তি হবামাত্রে সকল পুত্তলিকারা একত্র হইয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোপলক্ষ্যে রাজারদের যে সকল উত্তমগুণ তাহা বিস্তার

করিয়া কহিলাম এ সকল গুন যার থাকে
সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে বসিবার
উপযুক্ত অন্য রাজা বসিলে তাহার সমূহ
অমঙ্গল হয় অতএব আমরা তোমার হিত
কাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে
বারন করিলাম। ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট
হইবেন না তুমি আমারদের মহোপকারী
তোমার প্রসাদে আমরা মুনিশাপ প্রাপ্ত
স্থাবর ভাব হইতে মুক্ত হইয়া জঙ্গম ভাব
প্রাপ্ত হইলাম তোমার মঙ্গল হউক পরম
সুখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া
স্বস্থানে গমন করি। পুত্তলিকারা শ্রীভোজ
রাজকে এই কথা কহিয়া সিংহাসন লইয়া
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজরাজ
আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইতি শ্রীবিক্র
মচরিতে দ্বাত্রিংশতি পুত্তলিকোপাখ্যান
সমাপ্ত হইল।

LIBRARY.
كتاب كالج فورٹ وليم
কিতাব কালিজ ফ়োর্টবালিয়ম